

মুখবন্ধ

প্রিয় শিক্ষার্থী,

আস্‌সালামুআলাইকুম।

এসএসসি স্তর কেবল শেষ করলে। আকাশ ছোঁয়া স্বপ্নের শ্বেতকপোতগুলো উড়ছে মনের গহীনে নীলাকাশের দিগন্ত জুড়ে। অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার একটি দরজা খুলল। আর মাত্র একটি দরজা তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের শেষ ধাপ। উচ্চ মাধ্যমিকের ভাল ফলাফলই তোমাকে পৌঁছে দিবে উচ্চ সিঁড়ির স্বপ্ন দ্বারে। সুতরাং তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে।

বিশ্বায়নের আশীর্বাদে একজন নাগরিক আজ আর বিশেষ কোন এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন না। তাঁর চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি কোন বিশেষ জাতি, গোষ্ঠীর প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মনন ও মেধার বিকাশ হতে হবে সময়োপযোগী। জ্ঞানের বিশাল সমুদ্র থেকে নামমাত্র সিলেবাসমুখী পাঠ পরিচালনা আমাদের শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে রাখছে অন্যান্য দেশের তুলনায়। বলা যায়- 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। **ন্যাশনাল কলেজ** এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

ন্যাশনাল কলেজ শুরু থেকেই সৃজনশীল বিষয়ে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মূল্যায়নে সরকারি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও মেধাবী শিক্ষকগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে। শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নে রয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি। এছাড়াও শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ করেন না, গাইড টিচার হিসেবেও পালন করেন অভিভাবকের দায়িত্বশীল ভূমিকা। সে কারণেই আমাদের শিক্ষার্থীরা বরাবরই ভাল ফলাফল করে আসছে। শুধু তা-ই নয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ঢাকা'র অধীন পর পর জিপিএ-৫ সহ ১০০% সাফল্য অর্জনকারী শ্রেষ্ঠ কয়েকটি কলেজের মধ্যে **ন্যাশনাল কলেজ** অন্যতম।

আমাদের বিজ্ঞানসম্মত নানামুখী শিক্ষা কার্যক্রম অবশ্যই তোমার জ্ঞান আহরণের পিপাসা মেটাতে সক্ষম। একটি সুশিক্ষিত আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনই আমাদের অঙ্গীকার। আমরা তোমার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। আল্লাহ তোমার সহায় হোন। আমীন।

মো. শহীদুল আলম
অধ্যক্ষ
ন্যাশনাল কলেজ

শিক্ষকমণ্ডলী



শামছ মাশ রেখা
সহকারি অধ্যাপক, ভূগোল



রবীন্দ্রনাথ কবিরাজ
সহকারি অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান



রাবেয়া খাতুন
সহকারি অধ্যাপক, জীববিজ্ঞান



পল্লব কুমার দাস
সহকারি অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান



আমিনা খাতুন
সহকারি অধ্যাপক, উচ্চতর গণিত



মো. মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারি অধ্যাপক, রসায়ন



রোকনুজ্জামান
সহকারি অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান



মো. আমিরুল ইসলাম
সহকারি অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি



ফাতেমা আখতার
সহকারি অধ্যাপক, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা



মো. ইয়াছিন
সিনিয়র প্রভাষক, ইংরেজি



মো. আবু তাহের
সিনিয়র প্রভাষক, ইংরেজি



নীলিমা ভট্টাচার্য
সিনিয়র প্রভাষক, আইসিটি



কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল
সিনিয়র প্রভাষক, পৌরনীতি ও সুশাসন



ফাহমিদা আফরোজ
সিনিয়র প্রভাষক, বাংলা



মরিয়ম বেগম
সিনিয়র প্রভাষক, বাংলা



মো. রেজাউল করিম
সিনিয়র প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান



ইঞ্জি. সাকিবুল ইসলাম
প্রভাষক, আইসিটি



রতন কর্মকার
প্রভাষক, ইংরেজি



মো. শামীমুর রহমান
প্রভাষক, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন



ফারজানা পিয়া
প্রভাষক, পৌরনীতি ও সুশাসন



মো. সাইফুল ইসলাম
প্রভাষক, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা



মো. মুসলিম উদ্দিন মিলন
প্রভাষক, বাংলা



ইঞ্জি. শামীম শাহাদাৎ
প্রভাষক, আইসিটি



সাবিনা বিনতে সালাম
প্রভাষক, অর্থনীতি

College

কলেজ পরিচিতি

ন্যাশনাল কলেজ স্থাপিত হয় ২০০০ সালের শেষের দিকে। ২০০১ সালের ৫ আগস্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ঢাকা'র অনুমোদন লাভ করে এবং পরবর্তীতে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কলেজ কর্তৃপক্ষের সার্বিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। একদল দক্ষ, মেধাবী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সমন্বয়ে **ন্যাশনাল কলেজ**-এর শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীর মেধার সর্বোচ্চ বিকাশের পাশাপাশি যুগোপযোগী ও গুণগত শিক্ষা প্রদানই আমাদের অঙ্গীকার। সদাশয় সরকারের শিক্ষাবান্ধব নীতির কারণে গত ২৩ অক্টোবর ২০১৯ কলেজটি এমপিও ভুক্ত হয়।

পরিবেশ

একটি ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসম্পন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠপরিকল্পনা, যোগ্যতাসম্পন্ন অভিজ্ঞ শিক্ষক, সুশৃঙ্খল প্রশাসনের পাশাপাশি প্রয়োজন একটি সুন্দর শিক্ষাপোযোগী পরিবেশ। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে হতে হবে অবশ্যই একটি শিক্ষাবান্ধব পরিবেশে। এসব দিক বিবেচনা করেই **ন্যাশনাল কলেজ**-এর অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। সুবিধাজনক যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পন্ন, গুলশান-বারিধারা ও হাতিরঝিল অভিজাত এলাকার সন্নিকটে মনোরম পরিবেশে, একটি স্বতন্ত্র ভবনে কলেজটি অবস্থিত।



অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের একাংশ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতার চর্চা ও স্ব-স্ব ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা।
- ধূমপান ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা।
- পাঠ্যসূচির যথাযথ অনুশীলন এবং শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক শিক্ষার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিতকরণ।
- শিক্ষার্থীকে আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর প্রয়োজনীয় অনুশীলন নিশ্চিতকরণ।
- ব্যবহারিক ও কর্মজীবনে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার সফল ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভাষা শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান।
- খেলা-ধূলা, শারীরিক কসরত ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের অনুশীলন এবং ব্যবহারিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে কষ্ট সহিষ্ণু ও সংস্কৃতমনা করে গড়ে তোলা।

শিক্ষাস্তর

বর্তমানে **ন্যাশনাল কলেজ**-এ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করানো হয়।

National

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শাখাসমূহ

- বিজ্ঞান
- ব্যবসায় শিক্ষা
- মানবিক



শিক্ষার্থী সমাবেশ

অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- অত্যাধুনিক ফিটিংস সমৃদ্ধ প্রসাধন কক্ষ।
- জরুরি প্রয়োজনে নির্গমনের বিকল্প সিঁড়ির ব্যবস্থা।
- নিজস্ব জেনারেটরের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।
- ইন্টারনেট সংযুক্ত কম্পিউটার ল্যাব।
- সুপরিসর শ্রেণিকক্ষ।
- পরিপূর্ণ বিজ্ঞানাগার।
- জরুরী অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা।
- সমৃদ্ধ লাইব্রেরি।

একাডেমিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

একজন শিক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক স্তর শেষ করে উচ্চ শিক্ষাস্তরের মুখোমুখি হয়। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর যোগ্যতা প্রমাণ করে দেশে-বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের আসন নিশ্চিত করতে পারে। **ন্যাশনাল কলেজ** শিক্ষার্থীর উন্নত ভবিষ্যতের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। যার ফলে এ প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। **ন্যাশনাল কলেজ** শুধু শিক্ষার্থীর ১০০% পাসের নিশ্চয়তা দেয় না, কাঙ্ক্ষিত জিপিএ অর্জনেরও নিশ্চয়তা দেয়।

- শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা উন্নয়ন, নিয়ম-শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, কর্মমুখী ও স্ব-স্ব ধর্মীয় মূল্যবোধে শ্রদ্ধাশীল করা।
- সম্পূর্ণ রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত।
- একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ এবং সম্পূর্ণ সিলেবাস ৪টি সেমিস্টারে বিভক্ত করে পাঠদান করা।
- যে বিষয়টুকু পাঠদান করা হবে তা নিয়মিত সাপ্তাহিক পরীক্ষা'র (প্রতি বিষয়) মাধ্যমে মূল্যায়ন করে শিক্ষার্থীর কাছে দুর্বোধ্য মনে হয় এমন অংশ অতিরিক্ত ক্লাশ নিয়ে সমাধান করা।
- গাইড টিচারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সার্বক্ষণিক শিক্ষাকার্যক্রমের আওতায় রাখা।
- প্রতিটি পরীক্ষা মূল্যায়ন করে (শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে) অভ্যন্তরীণ পুরস্কারের ব্যবস্থা।
- ক্ষেত্র বিশেষে গ্রুপ ডিস্কাশনের ব্যবস্থা এবং চিহ্নিত দুর্বোধ্য অংশ বিষয় শিক্ষককে অবহিত করা। পরবর্তীতে তার সহজ সমাধান দেয়া।

- সর্বাধিক শ্রেণিকার্যক্রমের ব্যবস্থা।
- ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ক্লাশ রুম-এর ব্যবস্থা।
- আগমন ও নির্গমনের জন্য লিফ্ট ও সিঁড়ির ব্যবস্থা।
- কম্পিউটারাইজড রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা।
- অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।
- যেকোন জরুরি প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলা।
- পরীক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক ক্লাশ এবং মডেল টেস্টের ব্যবস্থা।
- অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব।
- সার্বক্ষণিক বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা।
- সুশৃঙ্খল পরিবেশ ও সুনিয়ন্ত্রিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
- শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরি থেকে বই আদান-প্রদানের ব্যবস্থা।
- অতিরিক্ত ব্যবহারিক ক্লাশের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষাদান।
- প্রয়োজনে অতিরিক্ত ৪৫ মিনিট দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাশের ব্যবস্থা।
- বিনোদন ও ভ্রমণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্পটে শিক্ষাসফরের ব্যবস্থা।



ল্যাবে শিক্ষার্থীদের একাংশ

শাখা ভিত্তিক বিষয়সমূহ

আবশ্যিক বিষয়সমূহ : (ক) বাংলা (বিষয় কোড : ১০১, ১০২); (খ) ইংরেজি (বিষয় কোড : ১০৭, ১০৮)
(গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (বিষয় কোড : ২৭৫), (তত্ত্বীয়-৭৫, ব্যবহারিক-২৫; মোট ১০০ নম্বর)

মানবিক শাখা

ক্র.ন.	বিষয়ের নাম	বিষয় কোড	বিষয় নির্বাচন পদ্ধতি
০১	পৌরনীতি ও সুশাসন	২৬৯, ২৭০	২টি আবশ্যিক বিষয়
০২	ভূগোল	১২৫, ১২৬	
০৩	অর্থনীতি	১০৯, ১১০	যেকোন ১টি নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে নিতে হবে
০৪	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	২৬৭, ২৬৮	
০৫	মনোবিজ্ঞান	১২৩, ১২৪	ঐচ্ছিক (৪র্থ) বিষয় হিসেবে নিতে হবে

বিজ্ঞান শাখা

ক্র.ন.	বিষয়ের নাম	বিষয় কোড	বিষয় নির্বাচন পদ্ধতি
০১	পদার্থবিজ্ঞান	১৭৪, ১৭৫	২টি আবশ্যিক
০২	রসায়ন	১৭৬, ১৭৭	
০৩	জীববিজ্ঞান	১৭৮, ১৭৯	১টি ঐচ্ছিক এবং ১টি নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে নিতে হবে
০৪	উচ্চতর গণিত	২৬৫, ২৬৬	
০৫	মনোবিজ্ঞান	১২৩, ১২৪	উচ্চতর গণিতের পরিবর্তে ঐচ্ছিক (৪র্থ) বিষয় হিসেবে নিতে হবে

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

ক্র.ন.	বিষয়ের নাম	বিষয় কোড	বিষয় নির্বাচন পদ্ধতি
০১	হিসাব বিজ্ঞান	২৫৩, ২৫৪	২টি আবশ্যিক বিষয়
০২	ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা	২৭৭, ২৭৮	
০৩	উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন	২৮৬, ২৮৭	নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে নিতে হবে
০৪	ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা	২৯২, ২৯৩	যেকোন ১টি ঐচ্ছিক (৪র্থ) বিষয় হিসেবে নিতে হবে
০৫	ভূগোল (তত্ত্বীয়)	১২৫, ১২৬	

বি. দ্র. প্রতি শাখার 'ক' গুচ্ছ থেকে ২টি এবং 'খ' গুচ্ছ থেকে ১টি নৈর্বাচনিক ও ১টি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিতে হবে।

শাখা ও বিষয় পরিবর্তন

ভর্তির অনুমতিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী যে শাখায় ভর্তি হবে তাকে সেই শাখায়ই থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই শাখা বা বিষয় পরিবর্তন করা যাবে না। এক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষ শাখা ও বিষয় নির্ধারণের জন্যে শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। প্রয়োজনে শিক্ষকগণের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

প্রথমবর্ষে ভর্তির যোগ্যতা

- বিজ্ঞান শাখা : ন্যূনতম জিপিএ- ৩.৫০
- ব্যবসায় শিক্ষা শাখা : ন্যূনতম জিপিএ- ২.৫০
- মানবিক শাখা : ন্যূনতম জিপিএ- ২.০০

এ ছাড়াও শিক্ষার্থীকে–

- ২০২০ সালের মধ্যে এসএসসি/ সমমানের পরীক্ষায় পাশ হতে হবে।
- স্ব-স্ব ধর্মীয় মূল্যবোধে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
- অধূমপায়ী হতে হবে।
- অবিবাহিত হতে হবে।

ভর্তির নিয়মাবলী

- এসএসসি/ সমমানের পরীক্ষা পাসের মূল ট্রান্সক্রিপ্ট ফটোকপিসহ জমা দিতে হবে।
- প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দেয় মূল প্রশংসা পত্র ফটোকপিসহ জমা দিতে হবে।
- সদ্যতোলা ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
- অভিভাবকের ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
- স্থানীয় অভিভাবকের ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- **শিক্ষার্থীর রক্তের গ্রুপ সংক্রান্ত মেডিকেল রিপোর্ট।**
- এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র ও রেজি: কার্ডের ফটোকপি জমা দিতে হবে।

একুশে প্রভাতফেরি
শেষে শহীদ মিনারে
শিক্ষার্থীদের সমাবেশ



ভর্তি ও প্রদেয় অন্যান্য ফি সমূহ

বিজ্ঞান শাখা	ব্যবসায় শিক্ষা শাখা	মানবিক শাখা
ভর্তি ফি ২,৫০০/-	ভর্তি ফি ২,৫০০/-	ভর্তি ফি ২,৫০০/-
সেশন ফি ৭,৫০০/-	সেশন ফি ৭,৫০০/-	সেশন ফি ৭,৫০০/-
মোট ১০,০০০/-	**মোট ১০,০০০/-**	**মোট ১০,০০০/-**
টিউশন ফি ১,২০০/-	টিউশন ফি ১,২০০/-	টিউশন ফি ১,২০০/-

বি. দ্র.: ১ম বর্ষে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ২য় বর্ষে ভর্তির সময় সেশন ফি ৭,৫০০/- ও উন্নয়ন ফি ১,৫০০/- সর্বমোট ৯,০০০/- টাকা প্রদান করতে হবে।

টিউশন ফি পরিশোধের নিয়ম

প্রতি মাসের ১ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে টিউশন ফি পরিশোধ করতে হবে। উক্ত তারিখের মধ্যে টিউশন ফি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে প্রতি মাসের জন্য ১০০ টাকা হারে জরিমানা মূল টিউশন ফি'র সাথে আদায় করা হবে। পর পর ৩ মাস টিউশন ফি পরিশোধে ব্যর্থ হলে হাজিরা খাতা থেকে নাম কাটা যাবে। পুনরায় নাম তুলতে হলে যাবতীয় পাওনা পরিশোধসহ ১ মাসের সমপরিমাণ টিউশন ফি অতিরিক্ত প্রদান করতে হবে।

কলেজ ইউনিফর্ম

ছাত্র : সাদা শার্ট, কালো শোল্ডার, কালো প্যান্ট, কালো বেল্ট, ফিতাসহ কালো সু (বাটা মডেল ৮২৪-৬০৭৬) ও কালো মোজা।

শীতের সময় : ভি (V) গলার নেভি ব্লু সোয়েটার।

ছাত্রী : সাদা এপ্রোন, সাদা কামিজ (হাঁটু পর্যন্ত), সাদা সালোয়ার, সাদা ওড়না এবং সাদা রং এর কেড্স (বাটা মডেল ৮২১-১০৩৮, ৪২১-১০৩৮)।

শীতের সময় : ফুল হাতা নেভি ব্লু রং এর কার্ডিগান।

বি. দ্র.: শোল্ডার ও মনোগ্রাম কলেজ অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।



শুদ্ধসূরে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় ঢাকা জেলায় দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী ন্যাশনাল কলেজ এর প্রতিযোগিবৃন্দ।

পরিচয়পত্র

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ভর্তির পর প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র নিতে হবে। কলেজে অবস্থানকালীন সময়ে শিক্ষার্থীকে অবশ্যই পরিচয়পত্র গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে। পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে নিকটস্থ থানায় সাধারণ ডায়েরি করতে হবে। সাধারণ ডায়েরির ফটোকপি ও ২০০/-টাকা ফি জমা দিয়ে ৭ দিনের মধ্যে ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

একাডেমিক ক্যালেন্ডার

একাডেমিক ক্যালেন্ডার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুশৃঙ্খল পাঠ পরিচালনার জন্য একান্ত সহায়ক। এর মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সকলেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত থাকেন। তাই ভর্তির পরপরই প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একাডেমিক ক্যালেন্ডার সরবরাহ করা হয়ে থাকে। একাডেমিক ক্যালেন্ডারে পরীক্ষাসমূহ ও ফলাফল ঘোষণার তারিখ উল্লেখ করা থাকবে।



এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানের একাংশ

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা পদ্ধতি

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যকর করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ কোর্স ৪টি সেমিস্টারে বিন্যাস করা হয়েছে :

১ম বর্ষ : ১ম সেমিস্টার ও ২য় সেমিস্টার; ২য় বর্ষ : ৩য় সেমিস্টার ও ৪র্থ সেমিস্টার

- প্রতি মাসের প্রত্যেক সপ্তাহে ৬টি (প্রতি দিন ১টি) বিষয়ে সাপ্তাহিক পরীক্ষা (Class Test) এবং মাসের শেষ সপ্তাহে ৬টি (প্রতি দিন ১টি) বিষয়ে মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সকল সাপ্তাহিক পরীক্ষার প্রাপ্ত মোট নম্বরের ১০% এবং মাসিক পরীক্ষার প্রাপ্ত মোট নম্বরের ৩০% অর্থাৎ (১০ + ৩০) বা ৪০% সেমিস্টার পরীক্ষার সাথে যোগ হয়। সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষার ৪০% নম্বর ও সেমিস্টার পরীক্ষার ৬০% নম্বর একত্রিত করে সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। প্রতি বিষয়ে পাশ নম্বর ৩৬।
- একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসারে বোর্ড পরীক্ষার মানবন্টন অনুযায়ী সেমিস্টার পরীক্ষা নেয়া হয়। সেমিস্টার পরীক্ষার মোট নম্বর ১০০ (তত্ত্বীয় + ব্যবহারিক)।
- ১ম বর্ষ থেকে ২য় বর্ষে প্রমোশনের জন্য ১ম সেমিস্টার পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ৪০% ও ২য় সেমিস্টার পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ৬০% (৪০% + ৬০% = ১০০) একত্রিত করে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। কেবল সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ অর্থাৎ প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ৩৬ নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হবে। এভাবে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে গ্রেডিং পদ্ধতিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হয়। প্রতি বিষয়ে ৩৬ এর কম নম্বর পেলে F গ্রেড হিসেবে বিবেচিত হবে। চতুর্থ বিষয়ে F গ্রেড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীও অকৃতকার্য বলে বিবেচিত হবে।
- কেবল ১ম বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় (Year Final Examination) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে ২য় বর্ষে ভর্তির অনুমতি দেয়া হয়। অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে পুনরায় একাদশ শ্রেণিতে সেশন ফি দিয়ে ভর্তি হতে হবে। অন্যথায় নিজ দায়িত্বে ছাড়পত্র (TC) নিতে হবে।

- নির্বাচনী পরীক্ষায় ৬ টি বিষয়ের মোট ১৩ টি পত্রের উপর বোর্ড পরীক্ষার অনুরূপ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- নির্বাচনী পরীক্ষায় যেসব পরীক্ষার্থী প্রতি পত্রে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৩৬% এর কম নম্বর অর্জন করবে তাদেরকে কোনক্রমেই চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণের অনুমতি দেওয়া হয় না।
- নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা বোর্ডের চূড়ান্ত পরীক্ষায় যাতে সন্তোষজনক ফলাফল করতে পারে সে জন্যে অত্র কলেজের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর তত্ত্বাবধানে সহায়ক ক্লাশ হয়ে থাকে। এছাড়াও বোর্ড পরীক্ষার অনুরূপ মডেল টেস্ট গ্রহণ করা হয়। চূড়ান্ত পরীক্ষার ১৫ দিন পূর্ব পর্যন্ত উক্ত কার্যক্রম চলে। সহায়ক ও মডেল টেস্ট-এ অংশগ্রহণ সকল পরীক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক। কোন অজুহাতেই সহায়ক ক্লাশ ও মডেল টেস্ট-এ অনুপস্থিত থাকা যাবে না।
- কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক। কোন অবস্থাতেই কোন শিক্ষার্থী অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। কোন শিক্ষার্থী অসুস্থ হলে তার জন্য Sickbed এর ব্যবস্থা করা হয়। এর পরও কোন শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে উক্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর শূন্য ধরে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। অতঃপর বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার্থীকে কখন কী করতে হবে তা যথাসময়ে গাইড শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে জানাবেন। সম্মানিত অভিভাবকগণও তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়ে শিক্ষার্থীকে ভাল ফলাফল করতে আগ্রহী করে তোলার সুযোগ পাবেন।

ব্যবহারিক ক্লাশ

পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, গণিত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, মনোবিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ে নিয়মিত ব্যবহারিক ক্লাশ নেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে ব্যবহারিক ক্লাশ নিয়ে থাকেন। তবে ব্যবহারিক ক্লাশে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০০% উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। এছাড়াও শিক্ষকের নির্দেশ মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবহারিক খাতা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের কাছে জমা দেয়া বাধ্যতামূলক।

কম্পিউটার ল্যাব



গাইড টিচার

শিক্ষার্থী একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর ঐ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। এ ছাড়াও রুটিন মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। এসব সমস্যার সমাধান ও শিক্ষার্থী বাসায় নিয়মিত পড়া-লেখা করছে কিনা বা কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা তা তদারক করার জন্য গাইড টিচার একান্ত অপরিহার্য। তাই প্রতি ৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন করে গাইড টিচার থাকবে।

পালনীয় বিধিসমূহ

সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতির পূর্বশর্ত হল শৃঙ্খলাবোধ। কলেজ ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখার জন্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অবশ্যই পালনীয় বিধি মেনে চলতে হবে। এসব বিধিমালা নিম্নে দেয়া হল–

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ক্লাশ শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পূর্বে শ্রেণিকক্ষে অবস্থান করতে হবে।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরে পরিচয়পত্রসহ কলেজে আসতে হবে।
- প্রয়োজনে শুধু মাত্র টিফিনের সময় শিক্ষার্থী বৈধ অভিভাবকের সাথে দেখা করতে পারবে।
- কলেজের দেয়াল, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্রে কোন কিছু লেখা যাবে না।
- সিনিয়র ও জুনিয়র শিক্ষার্থীর মধ্যে পরস্পর শ্রদ্ধা ও স্নেহসুলভ আচরণ বাঞ্ছনীয়।
- কলেজে কোন ক্রমেই মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না।
- কারো প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ, বিদ্রূপ ও আপত্তিকর মন্তব্য করা যাবে না।
- ছাত্রদের চুল ছোট রাখতে হবে (আর্মিকাট)।
- কলেজে অবস্থানকালীন সময়ে ছাত্রীরা কোনরূপ অলংকার ব্যবহার করতে পারবে না।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

পূর্বে উল্লিখিত আচরণবিধি ভঙ্গ করলে অথবা নিম্নোক্ত যেকোন কারণে শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানো নোটিশ, জরিমানা প্রদান, অভিভাবককে তলব ও শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

শিক্ষার্থী–

- –সহশিক্ষার্থীকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করলে।
- –কলেজের যেকোন সম্পদ নষ্ট করলে।
- –কলেজের ভিতরে ও বাইরে অপ্রীতিকর কোন কিছু ঘটালে (অবশ্য শিক্ষার্থী দোষী প্রমাণিত হওয়া সাপেক্ষে)।
- –৮০% এর নিচে উপস্থিতি থাকলে।
- –অত্র কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে।
- –কলেজে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে।
- –অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে।
- –অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করলে।



মাননীয় শিক্ষাসচিব মো. মাহবুব হোসেন মহোদয়ের দপ্তরে অধ্যক্ষ মহোদয়

লাইব্রেরি



অত্র কলেজের লাইব্রেরিতে শিক্ষার্থীকে সদস্য হওয়া সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় বই ও জার্নাল ফ্রি ব্যবহারের সুবিধা দেয়া হয়।



যৌতুক, নারী নির্যাতন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কার্যশালা।

সাফল্যের বছরগুলো

কলেজ শাখা (এইচএসসি) কোড নং ১০৫৪

সাল	বিজ্ঞান	ব্যবসায় শিক্ষা	মানবিক
২০০৩	-	৮৮.০০%	৮৬.০০%
২০০৪	৯৯.০০%	৯৯.০০%	৯০.০০%
২০০৫	৯২.০০%	১০০%	৯৭.০০%
২০০৬	১০০%	১০০%	১০০%
২০০৭	১০০%	১০০%	১০০%
২০০৮	১০০%	১০০%	১০০%
২০০৯	৯৬.২৬%	১০০%	১০০%
২০১০	১০০%	৯৮.৫০%	১০০%
২০১১	৯০.০০%	৯০.৭৬%	৯৩.১০%
২০১২	৯৩.৩৩%	৯৮.৪৬%	৯৫.০৮%
২০১৩	৮৮.৭০%	৯৫.০৮%	৯৬.৮২%
২০১৪	৮৮.০০%	৯৩.০৭%	৯৭.৪৩%
২০১৫	৯৬.৪২%	৯৪.৬৬%	৮৫.৫০%
২০১৬	১০০%	৭১.০৮%	১০০%
২০১৭	৮৭.৯১%	৯৩.৯১%	৯২.৮৫%
২০১৮	৯০.৪৭%	৮৩.৩৩%	৯৭.১০%
২০১৯	৮০.০০%	৮৬.৩৬%	৭০.৬৮%

প্রিন্টমিডিয়ায় ন্যাশনাল কলেজ

দৈনিক ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ ■ প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

এইচএসসি'তে ন্যাশনাল কলেজের শতভাগ পাস

খুব অল্প সময়ই শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক অবদান রাখছে এমন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ন্যাশনার কলেজ একটি। ঢাকার মধ্যবাড্ডায় অবস্থিত ন্যাশনাল কলেজে পাশের হার গত ৩ বছর পর পর এ+ সহ ১০০%। ভালো ফলাফলের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলী চরিত্র গঠন, নৈতিকতা, দেশপ্রেম ও স্ব-স্ব ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকেন। এখানে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত চমৎকার ফলাফল করে আসছে ...

[১৬ জুন, ২০০৯]

দৈনিক ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ ■ প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

[২৮ জুন, ২০০৯]

এইচ এস সিতে ন্যাশনাল কলেজের শতভাগ পাস

ঢাকার মধ্য বাড্ডায় অবস্থিত ন্যাশনাল কলেজে গত তিন বছর ধরে পাসের হার শতভাগ। শিক্ষক মন্ডলী শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন, নৈতিকতা, দেশপ্রেম ও স্ব-স্ব ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি গরুত্বারোপ করে থাকেন। এখানে মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান শাখায় শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। নিয়মিত শ্রেণী কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের সহ-শিক্ষা ক্রমিক কার্যক্রমের অনুশীলন করা হয়। কলেজের বর্তমানে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন মো. শহীদুল আলম। তিনি বলেন, ছাত্ররা নিয়মিত শ্রেণী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে এবং সকলে আন্তরিক থাকলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে ভাল ফলাফল করা সম্ভব। কলেজে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে।



রাজধানীর ন্যাশনাল কলেজের এইচএসসিতে অংশগ্রহণকারী কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের একাংশ

দৈনিক খবরপত্র
সময় ও শিল্পোন্নয়ের সঙ্গী THE DAILY KHABARPATRA

সম্প্রতি ন্যাশনাল কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কলেজের ৭ম বর্ষপূর্তি পালন উপলক্ষ্যে বিশেষ মত বিনিময় সভা। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগী আলহাজ্ব মো. আবুল হাশেম। মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ মো. শহীদুল আরম মিরু। অধ্যক্ষ শহীদুল আলম মিরু তার বক্তব্যে ন্যাশনাল কলেজের বিগত দিনের কথা তুরে ধরেন। তিনি বলেন, ঢাকার মালিবাগে ৪ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ন্যাশনাল কলেজের পথ চলা। সকলের সার্বিক সহযোগিতায় আমরা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সাফল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলেছি। ২০০৩ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত আমাদের ফলাফলের ক্রমোন্নতি ছিল ৮৭%, ৯৫%, ৯৭% ও ১০০%। অধ্যক্ষ তার বক্তৃতায় আরও বলেন ২০০৬ সালে সমগ্র ঢাকায় ২২টি কলেজ শতভাগ পাসের হার অর্জন করে। ন্যাশনার কলেজ ছিল তাদের অন্যতম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এরই মধ্যে আমরা নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছি। যা অনেক কলেজের দীর্ঘ সময়েও সম্ভব হয় না। মত বিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মো. হেদায়েতুল হক [সাবেক সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়] মো. হাবিবুর রহমান [সাবেক সদস্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন] খান কলিমুল্লাহ [প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ আলজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ] আলহাজ্ব মো. আবুর হোসেন মুন্সী [সিনস-নির্বাহী কমিটি, ন্যাশনাল কলেজ] মো. শাহ জাহান [ব্যবস্থাপক, বংলাদেশ বৃষি ব্যাংক], প্রসেনজিৎকুমার সিং [প্রধান শিক্ষক, মাতারকুল উচ্চ বিদ্যারয়] মোস্তফা কামাল [প্রধান শিক্ষক, পূর্ব রামপুরা হাইস্কুল] শাহাদাত হোসেন [প্রধান শিক্ষক, সোলমাইদ উচ্চবিদ্যালয়] মিসেস নাজনীন নাহার [ব্যবস্থাপনা পরিচালক বনানী বিদ্যা নিকেতন]। মত বিনিময় সভায় বাড্ডা এলাকাবাসীর পক্ষে বক্তব্য রাখেন ফিরোজ আহমেদ। এরাকাবাসীর পক্ষে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, এক সময় আমাদের সন্তানরা দূর-দুরান্তে গিয়ে পড়াশুনা করতো। ন্যাশনাল কলেজ সেই সমস্যার ইতিটেনে আমাদের আশার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।



আজকালের খবর
THE DAILY AKALER KHABAR ● www.ajkalerkhabar.com

সফলতার সঙ্গে এগিয়ে চলছে বাড্ডার ন্যাশনাল কলেজ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকার অধীন পরপর ১০০% সাফল্য অর্জনকারী শ্রেষ্ঠ কয়েকটি কলেজের মধ্যে ন্যাশনাল কলেজ অন্যতম।

বর্তমান

ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ভালো কিছু করার প্রত্যয়ী ছিল। যার প্রমাণ পাওয়া যায় এর পূর্বের ফলাফল থেকেই। ন্যাশনাল কলেজ থেকে ২০০৬ সালে এইচএসসিতে পাসের হার ছিল শতভাগ। ইতোমধ্যে ন্যাশনাল কলেজ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডে ঢাকার অধীন কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কলেজের অন্যতম একটি। আর এই সফলতার পেছনে ছিল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সার্বিক কার্যক্রম ও মনসংযত শিক্ষার পিপাসা।

সাফল্যগাথা

ন্যাশনাল কলেজ পূর্বের ফলাফলে ১০০% সফল। এফলতার বিজয়নেবত শিক্ষা প্রতিটি শিক্ষার্থীকেই পরবর্তী জীবনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যায়। ফুলত্বা এখানেই ন্যাশনাল কলেজের সাফল্য। ২০০৬ সালে এই কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ১১ জন শিক্ষার্থীই ওপর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রায়ে সবাই দেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখাপড়া করছে।

প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য দেখে অত্যন্ত সাফ্রতিক পরিবেশ ২০০৯ সালের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে খোলা দেয়া এবং প্রাথমিক ও পার্শ্বমিক বিষয়ক প্রতিযোগী মো. মোতাহার হোসেন প্রমীণ কলেজের অত্যন্তের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন।

অত্যন্তের কথা

ন্যাশনাল কলেজ ও এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রকাশ শিক্ষা ব্যক্তিত্ব মো. শহীদুল আলম কলেজের এক সময় শিক্ষা ছিল সাদা। শিক্ষক ছিলেন দেবতাতুল্য। শিক্ষক শিক্ষা নিলে শিক্ষার্থী সেই শিক্ষা গ্রহণ করতেন। সে শিক্ষকের সে শিক্ষা গুরু করে শিক্ষার্থী নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতেন, সমৃদ্ধ করে তুলতেন, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আহাতির পর হাসা করাতেন। কিন্তু শিক্ষা আজ হয়ে গেছে বাণিজ্যের বিরুদ্ধ নাম। হাতের কাছে জ্ঞান নয়, একটি সার্টিফিকেট দেন যাচ্ছে। শিক্ষকের কাছে সাদনা নয়, অর্থ টাকাটাই দেন প্রথম হয় উঠেছে। আগের কালেন এর কারণ অর্থনিতিক। আমরা মনে করি এর কারণ অর্থনিতিক। অর্থ জীবনে প্রয়োজন আছে, আবার অর্থই সকল অনর্থের মূল। তাই আমরা দেন শিক্ষাকে বাণিজ্য মনে না করি।

বিশ্বাসনে এই সময়ে একজন নাগরিক আজ আর নিশ্চয় জেন এলাকার প্রতিনিধিত্ব করে না। চিন্তা চেতনায় সে এখন বিশ্বমন। ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্বচেতনা চালাতে যোগাযোগের প্রস্তুত হয়েই এগুতে হবে। সভাপতির কথা

পরিচালনা কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মো. আবুল হাশেম কলেন, মুখেই ডিগ্রীসনাত্ত করে থাকি আমরা সভ্যতার মানুষ। কেবই বা কলো না। কেননা এ শতাব্দির মানটি আকর্ষণীয় মুল্যয় লেখা হয়েছে আধুনিক সভ্যতা। প্রকৃতপক্ষে একালের মানুষের মন-মানসিকতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, লালসিকতা, সমমর্যিদা, মানবতা ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপারে বুঝা যাবে আমরা সভ্যতার কোন স্তরে আছি। মাঝে মাঝে বৃষ্টিজীবিতা বন্ধ থাকলে দিন দিন আমাদের নৈতিকতার অবক্ষয় থামছে কিন্তু বিশ্বাস এই নৈতিকতাকে উন্নীত শীর্ষে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্যেই সমাধান নিয়ে আলনার সময় কেন কাতো হাতে নাই। সবই বাণিজিক ভিত্তিকতায় বুঝে অন্তে যেখানে নিজের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে না, সেখানে বিশ্বমুয় নৃষ্টি খোলার সময় বুঝি কারোরই নেই। শিক্ষাই জাতির ক্রেডপ্ট" এ কারণে সর্বজন স্বীকৃত। আজ সময় এসেছে শিক্ষার মাধ্যমেই বর্তমান সভ্যতার ক্রেডপ্টকে শক্তভাবে নীড় বেধাবের।



সাবেক তথ্য সচিব এবং মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নিকট থেকে 'সফল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'এর সম্মাননা গ্রহণ করছেন *ন্যাশনাল কলেজ*-এর অধ্যক্ষ



জাফলং টি স্টেট



বিজয় দিবসের আলোচনায় শিক্ষার্থীদের একাংশ



Telco warfare ২০১৪ চ্যাম্পিয়নশীপ পুরস্কার গ্রহণ করছেন ন্যাশনাল কলেজ-এর কৃতিশিক্ষার্থী



ইভটিজিং ও যৌন নির্যাতনের প্রতিবাদে ন্যাশনাল কলেজে মানববন্ধন



একুশের শহীদ মিনারে শিক্ষার্থীদের একাংশ



সিলেট শিক্ষা সফরে শিক্ষার্থীদের একাংশ



প্রভাতফেরীতে ন্যাশনাল কলেজ-এর শিক্ষার্থীদের একাংশ



নবীনবরণ অনুষ্ঠানে অতিথি, দর্শক ও শিক্ষার্থীদের একাংশ



ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মেলনে ন্যাশনাল কলেজ এর অধ্যক্ষ মহোদয় (কলকাতা)

ন্যাশনাল কলেজ-এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে
উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশিত

প্রগতি সরণি, বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২। ফোন : ০২-৮৮৩৭৪৮৬-৭, ০১৭১৮৯১৫৬১৭, ০১৭১৬৯০২৫৭২
E-mail: nationalcollegedhaka2000@gmail.com, www.nationalcollege.edu.bd

An ideal institute with new dimension

Estd. 2000

EIIN 131945 Code No. 1054

NATIONAL COLLEGE

Badda, Gulshan, Dhaka-1212

Pragati Sharani, Badda, Dhaka-1212

Phone : 02-8837486-7, 01718915617, 01716902572

E-mail: nationalcollegedhaka2000@gmail.com, www.nationalcollege.edu.bd









প্রসপেক্টাস



EIIN 131945 সদ্য এমপিও ভুক্ত

ন্যাশনাল কলেজ

স্থাপিত : ২০০০ খ্রি.

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, কলেজ কোড- ১০৫৪

(আবাসিক/ অনাবাসিক)